সরকারী কলেজে নকলের ব্যবসা

তারিখ ... 17 JUL 1990
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮

ঢাকার একটি সরকারী কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় টাকার বিনিময়ে নকলের ব্যবসা চলছে বলে পত্রিকান্তরে খবর প্রকাশিত হয়েছে।

একটি ছাত্রনামধারী সংঘবদ্ধ দল কলেজের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এই পরীক্ষায় নকলের ব্যবসা চালিয়ে আসছে। অভিযোগটি নতুন নয়। ঘটনাটি ফাঁস হয়ে পড়াটাই নতুন এবং অভাবনীয়।

এবার ঢাকা কলেজ থেকে এইচ এস সি পরীক্ষার্থী এবং মেধাবী ছাত্র জাকির হোসেন এই কলেজে পরীক্ষা দিচ্ছে। সে এ ধরনের নকলের প্রতিবাদ করতে যেয়ে হুমকির সম্মুখীন হয়। তারপর নকল ব্যবসায়ে জড়িত ছাত্রনামধারিগণ তার জন্যও একটি ভুয়া ডাক্তারী সার্টিফিকেট যোগাড় করে তথাকথিত অসুস্থ পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে পরীক্ষায় অর্থাৎ নকলে সহযোগী হতে বলে। সে এর প্রতিবাদে পরীক্ষা বর্জন করে এবং ব্যাপারটি সংবাদপত্রের গোচরে আনে।

উক্ত কলেজের ছাত্রনামধারী নেতারা ঐ এলাকায় ইতিপূর্বে দোকানে দোকানে চাঁদা আদায় করত। স্থানীয় দোকানদারদের প্রতিবাদের মুখে তারা নিরস্ত হয়। তাদের বিরুদ্ধে এবার টাকার বিনিময়ে ৩৫ জন ছাত্রকে নকলের সুযোগ করে দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। কলেজের অধ্যাপকগণ এই অভিযোগ সঠিক বলে মত প্রকাশ করেছেন।

পরীক্ষায় এ ধরনের নকলের প্রতিবাদে বেশ কিছু পরীক্ষার্থী পরীক্ষা বর্জন করেছে। নীরবতা হিরন্ময় বটে, এরপরও সরকারী মহলের নীরবতা রহস্যময়। নকলের অধিকার দাবী করত তথাকথিত ছাত্রদের একটি অংশ। নকলের দাবীতে মিছিল পর্যন্ত তারা করত। এসব খবর শুনে দেশবাসী ভাবত যুবশক্তি গোল্লায় গেছে। লেখাপড়া শিকেয় উঠছে। মস্তানির আখড়ায় পরিণত হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষভাবে পরীক্ষা কেন্দ্র। যুবসমাজের এই অবক্ষয় নিয়ে অনেক সভা-সেমিনার হয়েছে। টিভিতেও সমাজের অবক্ষয়ের উপর বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়েছে। প্রবীণ ব্যক্তিরা সেমিনারে যুবশক্তির এই অধঃপতনে আপসোস করেছেন।

কিন্তু সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের নেতৃত্ব যে যুবসমাজ দিচ্ছে না, দিচ্ছে প্রভাবশালী মহল, একথা আমরা অনেকে স্বীকার করতে নারাজ।

আজ একটি সরকারী কলেজে ক্ষমতাবানদের প্রশ্রয়ে যেভাবে নকলের ব্যবসা চলছে তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর অবক্ষয়ের জন্য প্রকৃতপক্ষে কারা দায়ী তা নিয়ে কি নতুনভাবে কথা উঠবে? অবক্ষয়ের মূল উৎস চিহ্নিত হওয়ার পর এখনও কি গোড়ার দিকে হাত না লাগিয়ে দু'চারটা ডালপালা ছেঁটে অবক্ষয়ের গতিরোধের চেষ্টা আগের মত চলবে?

এসব প্রশ্নের জবাব চাইবার আগে জানতে ইচ্ছে হয় এইচ এস সি পরীক্ষায় অর্থের বিনিময়ে এই যে 'শান্তিপূর্ণ' নকল চলছে, তার বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আইন-শৃংখলা কর্তৃপক্ষই বা কেন নিষ্ক্রিয়? পরপর তিনদিন রাজধানীর বুকে একটি সরকারী কলেজে নকল করার সুব্যবস্থা সম্পর্কে যে প্রতিবেদন পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়েছে, তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নীরবতায় অবাক হতে হয়।

এইচ এস সি পরীক্ষায় প্রথম দিন তিন হাজারের ওপর নকলধারীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ইংরেজী পরীক্ষার দিন পাঁচ হাজারেরও বেশী। এসব রাজধানীর বাইরের এলাকার খবর।

রাজধানীতে পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল ধরা পড়ে না। কারণ এখানে আঁতাতের ব্যবস্থা প্রথম থেকে পাকা, সুতরাং নকলের খবর ফাঁস হওয়ার ভয় নেই। পুলিশ থাকে চিত্রার্পিত অথবা ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞ। কারণ বাইরে সবই ঠিকঠাক থাকে। মাইকে চিৎকার নেই। কেউ নকল হাতে কলেজে প্রবেশ করে না। ভেতরেই সব পাকা ব্যবস্থা। বাইরের পরিদর্শক এলে দেখার ব্যবস্থা নেই। একটি সরকারী কলেজে একজন পরীক্ষার্থী প্রতিবাদ করেছে এবং এবছর পরীক্ষা না দিয়ে যে ঝুঁকি গ্রহণ করেছে এবং সৎসাহস দেখিয়ে নিজের শিক্ষাজীবনের ক্যারিয়ারকে বাজি রাখতে সাহসী হয়েছে, তাকে প্রশংসা করেই তৃপ্তি বা স্বস্তিবোধ করবার উপায় নেই। এস এস সি পরীক্ষায় স্টার পাওয়া ছেলেটি অর্থের বিনিময়ে নকল করতে সুযোগ দেয়ার মত একটি জঘন্য অপরাধের প্রতিবাদ করেছে। অথচ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সরকার এ ব্যাপারে নিশ্চুপ আছে।

তবে কি এটা কোন চমকপ্রদ খবর, পাঠকের মনে উত্তেজনা ছড়াতে চায়, তাই কর্তৃপক্ষ নির্বিকার, কিংবা কোন মহল কি এখনও ঘটনাটি ধামাচাপা দিয়ে শেষ সামলানোর অপচেষ্টা করে চলেছে? নতুবা রাজধানীর বুকে এই অপকীর্তির নায়কদের বর্তমান ও অতীতের যেসব কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে, তা অবিলম্বে তদন্ত করে দেখার ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন? আমরা আশা করি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশিত খবর সম্পর্কে তাদের মতামত তথা কোন তথ্য বিভ্রান্তি থাকলে তা খোলাসা করে বলবেন।

নকল ব্যবসায়ের প্রকাশিত কাহিনী সত্য হলে তার প্রতিকারের জন্য কোন্ পদক্ষেপ সরকার নিয়েছেন, তাও জানাবেন।

ছিনতাই, রাহাজানি, চোরাচালানি, মাদকদ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা করে অনেকে অর্থোপার্জন করছে। কিন্তু আটঘাট বেঁধে ঘাটে ঘাটে দক্ষিণা দিয়ে অর্থের বিনিময়ে দীর্ঘদিন ধরে নকলের ব্যবসা ঢাকার বুকে চলে আসছে। আজ সেই ব্যবসার কথাটা ফাঁস হয়ে পড়ার পর কেন কোন মহল উচ্চবাচ্য করছে না। আমরা ঘটনাটির সত্যাসত্য সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে চাই এবং এতে জড়িত শিক্ষকসহ তথাকথিত ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয় তা জানার প্রতীক্ষায় রইলাম।